সংগ্রামী বামপন্থার নেতৃত্বে গণআন্দোলন গড়ে তুলুন
এস ইউ সি আই-এর আহ্বান

বন্ধুগণ,

এ রাজ্যে ও দেশের সর্বত্র প্রবল প্রতিবাদ ও ধিক্কারে কোণঠাসা সিপিএম নেতৃত্ব শরিক দলগুলির সাথে বৈঠকের পর যে কথা ঘোষণা করেছেন তা দেখে এ কথা মনে করার কোনও কারণ নেই যে, তাঁরা ভুল বুঝতে পেরে বলছেন, 'নন্দীগ্রামে জমি নেওয়া হবে না', বা গণহত্যা চালিয়ে অনুতপ্ত হয়ে 'দুঃখপ্রকাশ করছেন', এবং আর 'পুনরাবৃত্তি হবে না' বলে জানাচ্ছেন। জনগণ এখনও ভুলে যাননি, ইতিপূর্বে ৭ জানুয়ারি তিন জনকে খুন করে ও প্রচুর রক্তপাত ঘটিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ঠিক একইভাবে বলেছিলেন, 'আমাদের ভুল হয়েছে, জনগণের সম্মতি ছাড়া নন্দীগ্রামে জমি নেওয়া হবে না'। তারপর প্রায় আড়াই মাস নন্দীগ্রামকে সশস্ত্র ক্রিমিনালবাহিনী দিয়ে অবরুদ্ধ রেখে ক্রমাগত হামলা চালিয়েও যখন দেখলেন, জনগণের মাথা নত করানো গেল না, তখন ১৪ মার্চ রাজ্যের বিভিন্ন জেলার বাছাই করা পুলিশবাহিনী এবং বিপুল সংখ্যক সশস্ত্র ক্রিমিনাল নিয়ে তাঁরা নন্দীগ্রামের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তারপর তো ইতিহাসের এক রক্তাক্ত অধ্যায়, যা নিষ্ঠুরতায়, হিংস্রতায়, বর্বরতায় ব্রিটিশ যুগের জালিয়ানওয়ালাবাগ ও বিজেপি শাসিত দাঙ্গাবিধ্বস্ত গুজরাটকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সেদিন কত হতাহত হয়েছে, তার প্রকৃত সংখ্যা জানা কঠিন। গ্রামবাসীদের মতে অনেক মৃতদেহ মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়েছে, পাশের খেজুরির ইটভাটার আগুনে পোড়ানো হয়েছে, বেশ কিছু গাড়ি বোঝাই মৃতদেহ বাইরে পাঠানো হয়েছে, অজানা দূরে, হয়ত নদীগর্ভে। বহু নারী অপহৃতা, নির্যাতিতা, ধর্ষিতা হয়েছেন।

নন্দীগ্রামের সর্বত্র আজ কান্নার রোল। সন্তানহারা জননী, পিতৃমাতৃহীন সন্তান, স্বামী-পুত্রহারা নারী, সকলেই কাঁদছেন। কাঁদছেন লাঞ্ছিতা, ধর্ষিতা নারী, আর্তনাদ করছেন আহতেরা। এ দৃশ্য মর্মস্পর্শী, হৃদয়বিদারক। মুখ্যমন্ত্রীর 'দুঃখপ্রকাশ' কী সান্ত্বনা দেবে এঁদের — যে মুখ্যমন্ত্রী দু'দিন আগে এই গণহত্যার সাফাই দিতে গিয়ে ব্রিটিশ ও কংগ্রেস শাসকদের ভাষায় বলেছিলেন, 'পুলিশ শান্তি ও স্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য গিয়েছিল। জনতা আক্রমণ করায় আত্মরক্ষার্থে পুলিশকে বাধ্য হয়ে গুলি চালাতে হয়' ! এতটুকু আত্মসমালোচনা নেই, অনুশোচনা নেই, নির্লজ্জভাবে এতবড় মিথ্যা কথা বলে গেলেন ! এই মধ্যযুগীয় নৃশংসতার পরও যখন নন্দীগ্রামবাসীরা প্রতিরোধ সংগ্রাম চালাচ্ছেন, যখন সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে, গোটা দেশে প্রবল ধিক্কার ধ্বনিত হচ্ছে, যখন দলে দলে সিপিএম ঘনিষ্ঠ বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিকেরা পদত্যাগ করে প্রতিবাদে রাস্তায় নামছেন, প্রবল জনরোষের অভিব্যক্তি রূপে ১৬ মার্চ স্বতঃস্ফূর্ত ঐতিহাসিক বাংলা বন্ধ হয়ে গেল, ঐ দিনই নন্দীগ্রামবাসীরা সিপিএম ক্রিমিনালদের এলাকা থেকে তাড়িয়ে দিল, জনতার ক্রোধে পুলিশবাহিনীও যখন ভয়ে কাঁপছিল, এসব দেখে তখনই সিপিএম নেতারা বুঝে গিয়েছিলেন, আর নন্দীগ্রামে জমি দখল করা সম্ভব নয়। তাঁরা কোনরকমে মুখরক্ষার সুযোগ খুঁজছিলেন। তিন শরিক দল সেই সুযোগ এনে দিল, প্রবল তর্জন গর্জন ও 'মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগের হুমকি' দিয়ে। ধূর্ত সিপিএম নেতৃত্ব সেটাকে দ্রুত কাজে লাগালেন। যে শর্তে তিন দল তাদের হুমকি তুলে নিল, তা তাদের দলীয় কর্মী ও জনগণের প্রতি প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়।

অথচ জনগণের মূল দাবি হচ্ছে ঃ (১) এই বর্বর হত্যাকাণ্ড ও ধর্ষণের জন্য দায়ীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তি দিতে হবে, (২) নিহত ও আহতদের পরিজনদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং আহতদের সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করতে হবে, (৩) খুনি সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে, (৪) কেন্দ্রের বন্ধু কংগ্রেস সরকার পরিচালিত সিবিআই-কে দিয়ে নয়, বিচারপতি-আইনবিদ-বুদ্ধিজীবী-সাংবাদিকদের নিয়ে নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা করতে হবে, (৫) রাজ্যের কোথাও স্পেশাল ইকনমিক জোন (সেজ) করা চলবে না, (৬) কোথাও শিল্পের নামে চাষযোগ্য কৃষিজমি অধিগ্রহণ করা হবে না, (৭) সিঙ্গুরে দখল করা জমি চাষীদের ফেরত দিতে হবে, (৮) বন্ধ শিল্প খুলতে হবে, অকৃষি জমিতে শিল্প স্থাপন করতে হবে। এইসব দাবি নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য তিন দল বা সিপিএম কেউই করল না। ফলে এটা পরিষ্কার, কিছুটা সময় কাটিয়ে গণআন্দোলনের ঢেউ স্তিমিত হলে আবারও তারা কৃষিজমি দখল করতে ঝাঁপিয়ে পড়বে, জনগণ প্রতিরোধ করলে আবারও রক্তপাত, খুন, ধর্ষণের পুনরাবৃত্তি ঘটবে। সিপিএম সাধারণ সম্পাদকও বলেছেন, আপাতত জমি নেওয়া হবে না। এই 'আপাতত' শব্দটা লক্ষণীয়।

জনগণ বেকার সমস্যার সমাধান চায়, চায় শিল্পের বিস্তার ঘটুক, চায় শিল্প গড়া সম্ভব হলে তা চাষের জমিতে নয়, অকৃষি পতিত জমিতে হোক। কিন্তু প্রশ্ন হল, আজকের সঙ্কটজর্জরিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যথার্থ শিল্পায়ন কি সম্ভব ? প্রকৃত শিল্পায়ন কথাটার মানে হল, জনগণের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমাগত বাড়ছে, তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ক্রমবর্ধমান বাজারের চাহিদা

অনুযায়ী লাগাতার শিল্প হচ্ছে। এটা কি আজকের দিনে সম্ভব ? দীর্ঘ শোষণে শোষণে নিষ্পেষিত বিশ্বের জনগণের ক্রয়ক্ষমতা এতই কমে যাচ্ছে যে, পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতি বর্তমানে উৎপাদন শক্তিবৃদ্ধির অনুপাতে ক্রমসঙ্কুচিত বাজার সঙ্কটে ধুঁকছে। উন্নত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতেই কোটি কোটি শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে, মৃতপ্রায় শিল্পগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য শ্রমিক কমানো বা 'ডাউনসাইজিং' করা হচ্ছে। স্বল্প শ্রমিক নিয়ে দু'-দশটা শিল্প যা হচ্ছে, তাকে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরাই আখ্যা দিচ্ছেন, 'কর্মহীন উন্নয়ন' বা 'জবলেস গ্রোথ'। সাময়িকভাবে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করানোকে তাঁরাই বলছেন, 'বাব্‌ল ইকনমি', বা বুদবুদের মতো ক্ষণিক ফুলে উঠে ফেটে যাওয়া। এই সঙ্কটের জন্যই সাম্রাজ্যবাদীরা নয়া ঔপনিবেশিক কর্মসূচির সর্বশেষ স্কিম গ্লোবালাইজেশন এনে অনুন্নত দেশগুলির জাতীয় বাজারের নড়বড়ে প্রাচীর ধূলিসাৎ করে মাল্টিন্যাশনাল ও একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মধ্যে ভাগাভাগি করে গোটা বিশ্বকে অবাধ লুণ্ঠনের ক্ষেত্রে পরিণত করেছে, যদিও লুঠের ভাগ ও ক্ষেত্র নিয়ে নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত-বিরোধ-রেষারেষি চলছেই।

ভারতবর্ষের একচেটিয়া পুঁজিবাদ ইতিপূর্বেই সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করে এই গ্লোবালাইজেশনের অংশীদার হয়েছে। এদেশের শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের রক্ত শুষে তৈরি লগ্নিপুঁজি নিয়ে ধনকুবের টাটা-বিড়লা-আম্বানিরাও বিদেশে, এমনকী খোদ মার্কিন দেশে ও ইংল্যান্ডে ইন্ডাস্ট্রি কিনছে, অন্য দেশের শিল্পের সাথে মার্জার করছে বা মিলে যাচ্ছে। অলস পুঁজিকে পুঁজিপতিরা শেয়ার মার্কেটের ফাটকাবাজিতে, সুদের কারবারে, নির্মাণকাজে এবং হাউসিং বা রিয়েল এস্টেটের ব্যবসায়ে, প্রোমোটারিতে ঢালছে। সাম্রাজ্যবাদ, অর্থাৎ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তরে পুঁজিবাদ ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়েছে, এটা দেখিয়ে বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান শিক্ষক কমরেড লেনিন ১৯১৬ সালেই বলেছেন, বিশ্ব পুঁজিবাদ অনিবার্যভাবেই এ'সব সঙ্কটের সম্মুখীন হচ্ছে। আর তাঁর সুযোগ্য উত্তরসাধক বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ বহুদিন আগেই বলেছেন, আজকের দিনে কৃষির যন্ত্রীকরণ ও আধুনিকীকরণ এবং লাগাতার শিল্পায়নের মাধ্যমে বেকার সমস্যার স্থায়ী সমাধান বিপ্লবের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া করা সম্ভব নয়। পশ্চিমবঙ্গে ইতিমধ্যেই ৫৬ হাজার কলকারখানা বন্ধ, বহু রুগ্ন শিল্প ধুঁকছে, ১৭ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী ছাঁটাই, ১ কোটির উপর বেকার — এ অবস্থায় সিপিএম ও দক্ষিণপন্থীরা যখন তারস্বরে শিল্পায়নের জিগির তুলছে, তখন তাকে ধাপ্পা ছাড়া আর কী বলা যায় ? বড়জোর স্বল্প শ্রমিক ও উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর দু'-পাঁচটা শিল্প এখানে সেখানে হবে, আর মূলত হবে উপনগরী, প্রোমোটারি ব্যবসা, কনস্ট্রাকশন ইত্যাদি। তার জন্য কলকাতার কাছাকাছি জমি চাই, কৃষিজমি হওয়া সত্ত্বেও চাই, কিন্তু দূরবর্তী পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুরে অকৃষি জমি থাকলেও চলবে না।

১৯৬৪ সালে 'শোধনবাদী ডাঙ্গে চক্র নিপাত যাক', 'সাম্রাজ্যবাদ ও একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব জিন্দাবাদ' — এইসব গরম গরম স্লোগান তুলে সিপিএম যখন সিপিআই থেকে আলাদা হল, তখনই কমরেড শিবদাস ঘোষ অনন্যসাধারণ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন, অবিভক্ত সিপিআই-এর মতো সিপিএম-ও যথার্থ মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, দল গঠনের সঠিক পদ্ধতি, বিপ্লবী আদর্শ ও সংস্কৃতি নিয়ে গঠিত না হয়ে একটি পেটিবুর্জোয়া পার্টি হিসাবে গড়ে উঠেছে এবং এর অনিবার্য পরিণতিতে এই দলও ভোটসর্বস্ব রাজনীতিতে গা ভাসাবে। সেটা এখন নগ্নভাবে দেখা যাচ্ছে। তখন অনেকেই সেটা বুঝতে না পারলেও আজ বহু সৎ সিপিএম কর্মী-সমর্থক চোখের জল ফেলছেন। গদিসর্বস্ব নেতারা সাম্রাজ্যবাদীদের, পুঁজিপতিদের সেবাদাসে পরিণত হয়েছেন, যখন তখন তাদের সাথে ওঠাবসা শলা-পরামর্শ করছেন ; কৃষকদের সংগ্রাম, শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম, গণআন্দোলন দমনে পুলিশ ও ক্রিমিনালবাহিনী লেলিয়ে দিতে, রক্তগঙ্গা বইয়ে দিতে, খুন করতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করছেন না। মন্ত্রীত্বলোভী সিপিএম নেতৃত্ব এভাবে বামপন্থাকে কলঙ্কিত করছেন, তার সুযোগ নিয়ে বুর্জোয়া, দক্ষিণপন্থী, সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি জমি তৈরি করছে। এই বিপদ রুখতে, বামপন্থার মর্যাদা রক্ষার্থে এবং গণআন্দোলনগুলি সফল করতে সিপিএম-এর সৎ কর্মী-সমর্থকদের দলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে সংগ্রামী বামপন্থী আন্দোলনে সামিল হওয়া আজ আবশ্যিক কর্তব্য। পশ্চিমবঙ্গের জনগণ ও শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় যেভাবে বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়ে এই গণআন্দোলনে সামিল হয়েছেন, প্রতিবাদ করছেন, সেটা স্মরণীয় ও গোটা দেশের সামনে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

এই আন্দোলনে জনগণকে কয়েকটি বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ (যার মধ্যে তৃণমূলও আছে) প্রথম সেজের স্কিম রচনা করেছিল, ওড়িশার কলিঙ্গনগরে আদিবাসীদের হত্যা করে কৃষিজমি দখল করতে গিয়েছিল, ক্ষমতাসীন অন্যান্য রাজ্যেও কৃষিজমি দখল করছে ; গুজরাট ও অন্যত্র দাঙ্গায় যে বিজেপি'র হাত রক্তাক্ত, সেই বিজেপি নেতারা নন্দীগ্রামে ছুটে এসেছেন সহানুভূতি জানাতে ! কেন্দ্রে ও কিছু রাজ্যে ক্ষমতাসীন যে কংগ্রেসও একইভাবে কৃষিজমি দখল করছে, তাদেরও নানা গ্রুপ পাল্লাপাল্লি করে ছুটে যাচ্ছে নন্দীগ্রামে সমবেদনা জানাতে ! উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আগামি দিনের ভোট। বিজেপি যেমন সাম্প্রদায়িকতা করছে, সিপিএম-ও জমিয়তে উলেমা হিন্দের পাল্টা সংগঠনের জমায়েতে গিয়ে তাদের বিবেক কেনার জন্য লোভনীয় ঘোষণা করেছে। এটাও সূক্ষ্মভাবে সাম্প্রদায়িকতাকেই কাজে লাগানো। মনে রাখতে

হবে, হিন্দু-মুসলিম বিভেদ সৃষ্টি এই আন্দোলনের সর্বনাশ করবে। নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুরে যে রক্ত ঝরেছে, যাঁরা শহীদ হয়েছেন, যাঁরা লড়ছেন, তাঁদের কোনও জাত-ধর্ম নেই। তাঁরা ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী জনগণ।

জনগণকে মনে রাখতে হবে, যতদিন সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ টিকে থাকবে, ততদিন কৃষিজমি দখল, শিল্প বন্ধ, শ্রমিক ছাঁটাই, বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, শিক্ষা ও অন্যান্য সঙ্কট বাড়তেই থাকবে। জনজীবনে বার বার আক্রমণও নেমে আসবে। তাই একদিকে চাই এই আক্রমণগুলিকে আশু ঠেকাবার জন্য আন্দোলন, অন্যদিকে চাই যত দ্রুত সম্ভব পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত করা, যা একমাত্র বৈজ্ঞানিক দর্শন মার্কসবাদকে হাতিয়ার করেই সম্ভব। বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যমের উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে এবং সিপিএম-এর প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে মার্কসবাদের বিরুদ্ধতা করলে আজকের দিনের গণআন্দোলনের, পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবী সংগ্রামের অপরিমেয় ক্ষতি হবে। আজ দেশে কেন্দ্রীয় ও সব রাজ্য সরকারগুলি এতটুকু জনমত, গণতান্ত্রিক রীতিনীতির ধার ধারে না, ফ্যাসিবাদী কায়দায় সর্বত্র প্রতিবাদ-আন্দোলন দমন করছে। এই অবস্থায় কোনও আশু দাবি আদায় করতে হলেও চাই মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল, সংঘবদ্ধ, নৈতিক বলে বলীয়ান লাগাতার আন্দোলন। এই আন্দোলনগুলিকে পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবী লক্ষ্য নিয়েই চালনা করতে হবে।

জনগণকে মনে রাখতে হবে, অতীতের লড়াইগুলিতে বহু জীবনের কোরবানি সত্ত্বেও অন্ধভাবে নানা রাজনৈতিক দল ও নেতাদের পেছনে ছুটে অনেক ক্ষতি হয়েছে। বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যমের প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে ও ভিড় দেখে দেশের মানুষ স্বদেশি আন্দোলনে ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং, নেতাজীদের বিপ্লবী ধারার পরিবর্তে দক্ষিণপন্থী, আপসমুখী নেতৃত্বকে গ্রহণ করেছিল, তার সুযোগ নিয়েই বুর্জোয়ারা ক্ষমতা দখল করেছে। এ রাজ্যেও একইভাবে সিপিএম নেতৃত্ব কংগ্রেসবিরোধী বিক্ষোভকে পুঁজি করে ক্ষমতায় এসেছে। তখন প্রচার করা হত, 'এখন কোনও কথা নয়, কংগ্রেসকে হঠানো চাই', 'হঠাতে হলে সিপিএমকে চাই'। আজও আওয়াজ তোলা হচ্ছে, 'সিপিএমকে শিক্ষা দিতে হলে তৃণমূল-কংগ্রেস-বিজেপিকে চাই'। দক্ষিণপন্থী দলগুলি এই আন্দোলনে থেকে সংবাদমাধ্যমের ব্যাকিংয়ে সিপিএম বিরোধী বিক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে ভোটের জমি তৈরি করছে। 'ভোটে একের বিরুদ্ধে এক চাই', এই হাওয়ায় গা ভাসালে আবারও পস্তাতে হবে। জনগণ দেখছেন, এই আন্দোলনে ও অন্যান্য আন্দোলনে এস ইউ সি আই-এর কর্মীরা বুকের রক্ত ঢেলে লড়ে যাচ্ছে। কিন্তু অধিকাংশ সংবাদমাধ্যমে তার খবর প্রায় খুঁজেই পাওয়া যায় না। সাংবাদিকরা দুঃখ করে বলেন, 'আমরা জানি, আপনারাই লড়ছেন, কিন্তু আমাদের সংবাদমাধ্যমে এস ইউ সি আই-এর সংবাদ দেওয়ায় বাধা থাকে'। সংবাদমাধ্যমগুলি অতি ব্যস্ত সিপিএমের বিকল্প হিসাবে দক্ষিণপন্থীদের দাঁড় করাতে, ভয় এস ইউ সি আই সামনে এসে যাবে। কিন্তু এত করেও কি আমাদের দলের অগ্রগতি আটকাতে পারছে ? কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রতিষ্ঠিত এস ইউ সি আই দল সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জীর নেতৃত্বে জনগণের হৃদয়ে গভীর ভালবাসা ও আস্থায় স্থান করে নিচ্ছে।

জনগণকে মনে রাখতে হবে, জনজীবনের অন্যান্য দাবি সহ বর্তমান আন্দোলনের দাবিগুলি আদায় করতে হলে লাগাতার লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। এর জন্য চাই দলমতনির্বিশেষে সকলকে নিয়ে এলাকায় এলাকায় গণকমিটি গঠন— যে কমিটিগুলি উপর থেকে অন্ধভাবে কোনও দলের বা নেতা-নেত্রীর নির্দেশে চলবে না, ভোটের রাজনীতির দাবার ঘুঁটিতে পরিণত হবে না। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সকলের মত বিচার করে গ্রহণ করবে। আর চাই সৎ, সাহসী, চরিত্রবান অসংখ্য যুবক-যুবতীদের নিয়ে সুশৃঙ্খল ভলান্টিয়ার বাহিনী— যারা ক্ষুদিরাম-সূর্য সেন-প্রীতিলতাদের মতোই শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়ে যাবে। এভাবেই ধীরে ধীরে গড়ে উঠবে জনগণের নিজস্ব রাজনৈতিক শক্তি, গণআন্দোলন ও বিপ্লবী সংগ্রামের অমোঘ হাতিয়ার।

আজ পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে-শহরে ঘরে ঘরে প্রবল শোকের আকুলতা— এত রক্তপাত, এত প্রাণহানি, এত নারী নির্যাতন, কী করে মানা যায় ! এই শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করুন। সিপিএমের মেকি বামপন্থা ও সুযোগসন্ধানী দক্ষিণপন্থী-সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির দুষ্ট রাজনীতিকে পরাস্ত করে সংগ্রামী বামপন্থার নেতৃত্বে গণআন্দোলন গড়ে তুলুন। নন্দীগ্রামের নিহত-আহতদের পরিজনদের ও অত্যাচারিত জনগণকে অর্থ ও ঔষধ দিয়ে সাহায্য করুন।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ

মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা জিন্দাবাদ

সংগ্রামী অভিনন্দন সহ

৩ এপ্রিল, ২০০৭

প্রভাস ঘোষ

সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি